www.dsresearchcentre.com

ক্যান্সার রোগীদের জন্য প্রাচীন আয়ুর্বেদ নির্ভর পোষক শক্তির চিকিৎসার

কিছু সাধারণ পরামর্শ ও তথ্যাদি

D.S. Research Centre

LET US SAVE OUR WORLD FROM CANCER

An "ISO 9001:2015" Organization

#togetherwecan #defeatcancer

ক্যান্সারকে জয় করতে দ্বিবিধ লড়াই আবশ্যক

"একদিকে ক্যান্সার কোষগুলো যেমন রোগীর শরীর স্বাস্থ্যকে দ্রুত ধ্বংস করতে থাকে অন্যদিকে তেমনি ক্যান্সারীয় টিউমার রোগীর জীবনকে ভীষণ পীড়াদায়ক ও দুর্বিসহ করে তোলে। তাই ক্যান্সারে পোষক শক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি সার্জারি, রেডিও থেরাপি এবং নিয়ন্ত্রিত পরিমানে কেমোথেরাপির সাহায্যে ক্যান্সারের লক্ষণগুলোকে নিষ্ক্রিয় ও নির্মূল করাটাও ততটাই জরুরি।"

ডা. উমাশঙ্কর তিওয়ারি ও প্র. শিবাশঙ্কর ত্রিবেদি

প্রাচীন আয়ুর্বেদ নির্ভর পোষক শক্তির ও চিকিৎসার জনক ডি. এস. রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা

আমরা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছি সর্বদা আপনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে

ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান, যা 1965 সালে বিজ্ঞানী ড. উমা শঙ্কর তিওয়ারি এবং প্রফেসর শিব শঙ্কর ত্রিবেদী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ক্যান্সার চিকিৎসায় তাদের প্রাকৃতিক এবং সামগ্রিক পদ্ধতি, প্রথাগত পদ্ধতিকে পরিবর্তন করেছে এবং কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞদের দল অক্লান্ত পরিশ্রম করে রোগীদের জন্য ব্যক্তিগতকৃত থেরাপির বিকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। রোগী এবং তাদের পরিবারকে সর্বোত্তম সম্ভাব্য যত্ন এবং সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি সহ, ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার ক্যান্সারের চিকিৎসায় সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কেন্দ্রের লক্ষ্য হল বৈজ্ঞানিক গবেষণার সীমানা প্রসারিত করা এবং ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উদ্ভাবনী থেরাপির বিকাশ করা।

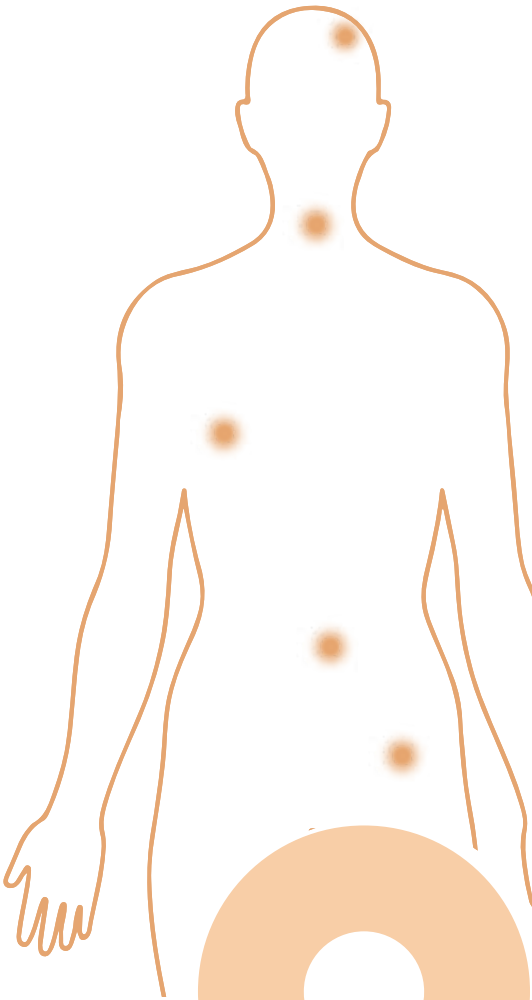

এই চিকিৎসা থেকে কি আশা করতে পারেন-

ক্যান্সার চিকিৎসার পরিবর্তনশীলতা: জটিলতা এবং কার্যকারিতা

- ক্যান্সার রোগী এবং তাদের পরিবারকে মনে রাখতে হবে যে কেন্দ্র কোনও শর্তসাপেক্ষ চিকিৎসা প্রদান করে না। প্রাচীন আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নিউট্রিয়েন্ট এনার্জি থেরাপির মাধ্যমে ক্যান্সারের সফল চিকিৎসার ফলাফল নিশ্চিত করে। রোগীর থেরাপি কার্যকর করার জন্য, উভয় দিক থেকে একটি বিচক্ষণ লড়াই করতে হবে।

- ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় জটিলতাগুলি প্রভাবিত অঙ্গ এবং ক্যান্সারের আগ্রাসনের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। এগুলি মানক চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান করা প্রয়োজন হতে পারে। উপরন্তু, প্রতিটি রোগী বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারে ভিন্নভাবে সাড়া দেয়, যা থেরাপির কার্যকারিতার পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন করে তোলে।

- থেরাপির সময়, রোগীর স্বাস্থ্য এবং তুলনামূলক উন্নতির নিয়মিত আপডেটের জন্য ইমেল হল যোগাযোগের পছন্দের মাধ্যম। আপনার দ্বারা প্রদত্ত সতর্কতার সাথে প্রস্তুত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে থেরাপি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। অনুগ্রহ করে সমস্ত যোগাযোগে রোগীর UID নম্বর এবং নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর অন্তর্ভুক্ত করুন।

- ক্যান্সারের চিকিৎসা করানো রোগীরা সর্বোত্তম ফলাফল এবং সর্বোচ্চ মানের জীবনযাপনের সাথে দীর্ঘতম সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন পাওয়ার আশা করে। যদিও প্রত্যেককে অবশ্যই চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি বুঝতে হবে, যেহেতু চিকিৎসা জটিল, চিকিৎসা প্রোটোকলগুলি নিশ্চিত করে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একটি আদর্শ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

- আমরা সুপারিশ করছি যে আপনি আমাদের কেন্দ্রের ব্রোশিওরটি পর্যালোচনা করুন এবং আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সুবিধাগুলির একটি বিস্তৃত বোঝার জন্য তথ্য ডেস্কে আমাদের কর্মীদের সাথে কথা বলুন। সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফলাফল অর্জনের জন্য আমাদের ক্যান্সার পরিচর্যা দলের সদস্য হিসাবে আপনার সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

- প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বা উদ্বেগ প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না। নিজেকে অবহিত রাখা অপরিহার্য, এবং আমরা অতিরিক্ত সমর্থন এবং সহায়তা প্রদানের জন্য পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ সদস্য বা সহযোগী থাকার পরামর্শ দিই। প্রাচীন আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পুষ্টির শক্তি চিকিৎসার সফল ফলাফলের জন্য ধারাবাহিকতা এবং আনুগত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- ডি. এস. রিসার্চ সেন্টারে, আমরা আমাদের রোগীদের জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য ফলাফল নিশ্চিত করতে বিশেষজ্ঞ নির্দেশিকা এবং সহায়তা প্রদান করি। চিকিৎসার বাধা বা বন্ধ করার বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ।
- যে কোনো অস্থায়ী বাধার ক্ষেত্রে, আমাদের বিশেষজ্ঞরা আপনাকে বিঘ্ন এড়াতে কীভাবে থেরাপি পুনরায় শুরু করবেন সে সম্পর্কে আপনাকে গাইড করতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন যে চিকিৎসা রোগীর জন্য কার্যকর নয় তাহলে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক পরামর্শও দিতে পারি।
- থেরাপি শেষ করার পরেও রোগীর অবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। অনুগ্রহ করে নির্ধারিত ওষুধের ডোজ সঠিকভাবে অনুসরণ করুন এবং আমাদের থেরাপির সাথে একত্রে নেওয়া অন্য কোনো ওষুধের বিষয়ে আমাদের জানান।

রোগী ও তাঁদের পরিজনদের জন্য পরামর্শ

- পোষক শক্তির ওষুধ নেওয়ার সময় সেন্টারের পরামর্শ ও নির্দেশ মন দিয়ে শুনবেন । বিশেষ করে কখন কীভাবে এবং কতক্ষণ অন্তর পোষক শক্তির ওষুধ সেবন করতে হবে তা জেনে নেবেন দরকার হলে আলাদা করে লিখে নেবেন যাতে ওষুধ সেবনে কোনও ভুল না হয় ।
- ওষুধ নিতে আসার আগে সেন্টারে ফোন করে আসবেন এতে আপনাদের সময়ের সাশ্রয় হবে
- ডাক বা কুরিয়ারের মাধ্যমে ওষুধ আনাবার আগে সময়ের বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখবেন। আপনার অনুরোধ সেন্টারে আসা এবং সেন্টার থেকে পাঠানো কুরিয়ার আপনার কাছে পৌছানোর মতো সময় ধরে আপনার অনুরোধ বা চিঠি পাঠাবেন। সে ভাবেই সময়টা ধরে নেবেন। অর্থাৎ ততদিনের ওষুধ যেন আপনার হাতে মজুত থাকে। ওষুধ শুরু হওয়ার পর যেন তাতে 'গ্যাপ' না পড়ে।
- রোগীর কাছে কখনও হতাশাজনক পরিস্থিতি তৈরি করবেন না। বরং রোগী যাতে উৎসাহিত বোধ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সেন্টার থেকে সংগ্রহ করা
- " ক্যান্সার পরাজিত আজ" শীর্ষক পুস্তক থেকে ক্যান্সার বিজেতাদের কথা পাঠ করে শোনাবেন। এতে স্বাভাবিক ভাবেই রোগীর মনে হবে এত রোগী ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে ক্যান্সারকে যদি পরাস্ত করে থাকেন তাহলে আমিই বা পারব না কেন?

নিউট্রিয়েন্ট এনার্জি থেরাপি: প্রাচীন আয়ুর্বেদিক নীতির সাথে আপনার ক্যান্সার যাত্রাকে শক্তিশালী করা

পুষ্টি শক্তি থেরাপি ক্যান্সার রোগীদের স্বাস্থ্য এবং জীবনীশক্তি সমর্থন করার জন্য একটি প্রাকৃতিক এবং অ আক্রমণাত্মক পদ্ধতি। এটি প্রাচীন আয়ুর্বেদিক নীতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক খাদ্য উপাদান থেকে উৎপাদিত হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এই থেরাপি জীবনীশক্তি বিকাশে, সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের প্রচারে এবং শরীরের ভারসাম্য পুনরুদ্ধারে নিরাপদ এবং কার্যকর।

পুষ্টির শক্তি থেরাপি কোষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ক্যান্সারের বৃদ্ধি এবং মেটাস্ট্যাসিসে সাহায্য করতে পারে এমন বিচ্যুতিগুলি দূর করতে সাহায্য করে। এটি এটিকে প্রচলিত ক্যান্সার চিকিৎসা পদ্ধতির একটি প্রতিশ্রুতিশীল বিকল্প করে তোলে যা অবাঞ্ছিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সহ আসতে পারে।

পুষ্টির শক্তি থেরাপির মূল সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল এটি কার্যকরভাবে ক্যান্সারের মূল কারণগুলিকে লক্ষ্য করতে পারে যখন রোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে এবং সর্বোত্তম স্বাস্থ্যের প্রচার করে, পুষ্টির শক্তি থেরাপি রোগীদের ক্যান্সারের চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে এবং তাদের সামগ্রিক সুস্থতার উন্নতি করতে সাহায্য করতে পারে।
পুষ্টি শক্তি থেরাপির মূলে বিশ্বাস করা হয় যে পুষ্টি শক্তি জীবনের একটি ধ্রুবক চাহিদা এবং স্বাস্থ্যের উপর কোন বিরূপ প্রভাব নেই। এই থেরাপি রোগীদের সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং কোনো নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই জীবনীশক্তি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

যদিও পুষ্টির শক্তি থেরাপি ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য একটি মূল্যবান সংযোজন হতে পারে, তবুও বিপজ্জনক বা জরুরি স্বাস্থ্য সংকটের সময়ে ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

রোগীর কী ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে প্রচলিত চিকিৎসার সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়

ক্যান্সারের চিকিৎসায় প্রায়ই লক্ষণগুলি উপশম করার জন্য শক্তিশালী ওষুধ জড়িত থাকে, তবে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের আক্রমণাত্মকতা বৃদ্ধি পেতে পারে। যাইহোক, কিছু ক্ষেত্রে, এই ওষুধগুলি স্বল্পমেয়াদী দুর্ভোগ পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। আয়ুর্বেদিক-ভিত্তিক পুষ্টি শক্তি থেরাপির মধ্য দিয়ে যাওয়া রোগীদের জন্য, চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীর জীবনযাত্রার মানকে অগ্রাধিকার দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জরুরী পরিস্থিতিতে, প্রচলিত ওষুধকে উপেক্ষা করা উচিত নয় কারণ এটি অবিলম্বে চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যথা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে

- শরীরের ব্যথা যখন রোগীর অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন কোনও চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যথা নিবারক ওষুধ রোগীকে দেওয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে ব্যথা নিবারক ওষুধ রোগীকে প্রয়োজনের বেশি সেবন করানো উচিত নয় এতে রোগীর অন্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।

- ব্যথা নিবারক ওষুধ কেবল মাত্র ব্যথার বোধ বা অনুভূতিকে মস্তিষ্কে পৌছাতে দেয় না। মূল রোগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ঐ ওষুধের কোনো ভূমিকা থাকে না।

রোগী যখন অত্যধিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি অনুভব করে

- ক্যান্সারের কারণে রোগীর দুর্বলতা ও ক্লান্তি ভাব দেখা দেয়। এই লক্ষণ ক্যান্সারের কু প্রভাবগুলোর মধ্যে অন্যতম। ক্যান্সারের উগ্র অবস্থায় , ক্যান্সারের টিউমার ও কোষগুলোকে নষ্ট করার লক্ষ্যে গৃহীত চিকিৎসা রোগীর শরীরের বিভিন্ন অংশে জমে যাওয়া জল , ব্যথা, ক্ষুধামন্দা এবং ঠিক মতো ঘুম না হওয়াও রোগীকে দুর্বল করে তোলে।

- এমতাবস্থায় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রোগীর দুর্বলতা নিবারণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

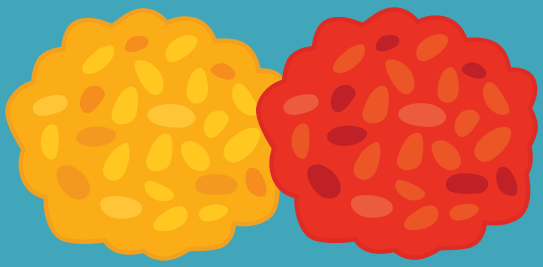

যখন ঘা বা টিউমারের কারণে রোগীর সমস্যা তৈরি হয়

- রোগীর শরীরে যদি টিউমার থাকে তাহলে তাকে সেন্টারের প্রাচীন আয়ুর্বেদিক নির্ভর পোষক শক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি প্রয়োজনে সার্জারি করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । এই সার্জারির উদ্দেশ্য রোগীকে তাৎক্ষণিক কষ্ট থেকে সাময়িক ভাবে স্বস্তি দেওয়া এবং রোগীর আকস্মিক সঙ্কটের সম্ভাবনাকে লাঘব করা । সুখের কথা , বেশ কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে সার্জারির আগে কয়েক সপ্তাহের পোষক শক্তির চিকিৎসা রোগীর স্বাস্থ্যের অনুকূলও হয় ।

- যখন কোনও রোগীর ক্যান্সারের কারণে শরীরের কোথাও ক্ষত সৃষ্টি হয় তখন পরিস্থিতি মোতাবেক কোনও চিকিৎসক বা হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া অবশ্য দরকার ।

যখন রোগীর শরীরের কোথাও জল জমে বা এডিমার পরিস্থিতি তৈরি হয়

ব্রেন লিভার পেট, ওভারি ইত্যাদি ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে প্রায়শ তাঁদের শরীরে জল জমার সমস্যায় পড়তে হয়, এই জল নির্গত হয় রোগীর শরীরের কোষ থেকে। এর আধিক্য ঘটলে রোগীকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এ অবস্থায় কোনও চিকিৎসক বা কোনও হাসপাতালের সাহায্য নেয়া খুব দরকার।

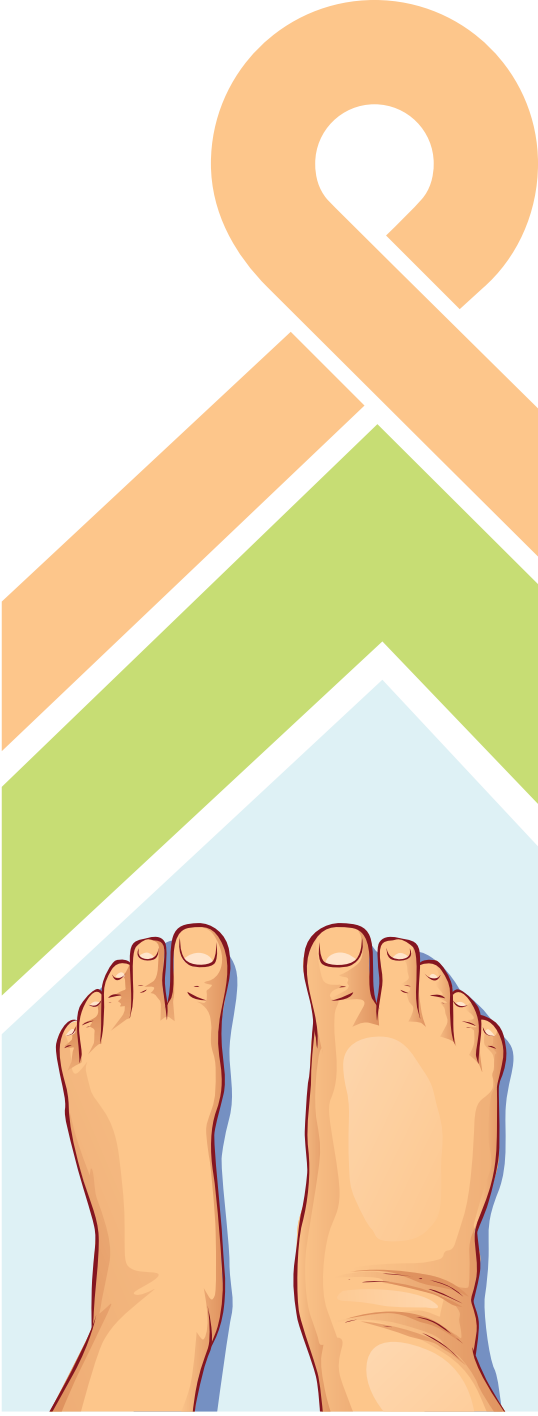

যখন ফুসফুসে জল জমে

ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর শরীরে প্রায়শ জল জমতে দেখা যায় সেই সঙ্গে কাশি, শ্বাস কষ্ট বুকে ব্যথা ইত্যাদি সমস্যাও হতে দেখা যায়। পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়লে অবশ্যই কোনও ডাক্তার বা হাসপাতালের সাহায্য নেবেন।

যখন রোগীর শ্বাস কষ্ট হয় বা শ্বাস নিতে সমস্যা হয়

গলা স্বর, ও শ্বাস নালীর ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের শ্বাস অবরুদ্ধ হওয়ার সমস্যা হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় কোনও দক্ষ সার্জন বা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রোগীর শ্বাস নেওয়ার নল বা ট্রেকিয়োস্টোমী করে নেয়া দরকার।

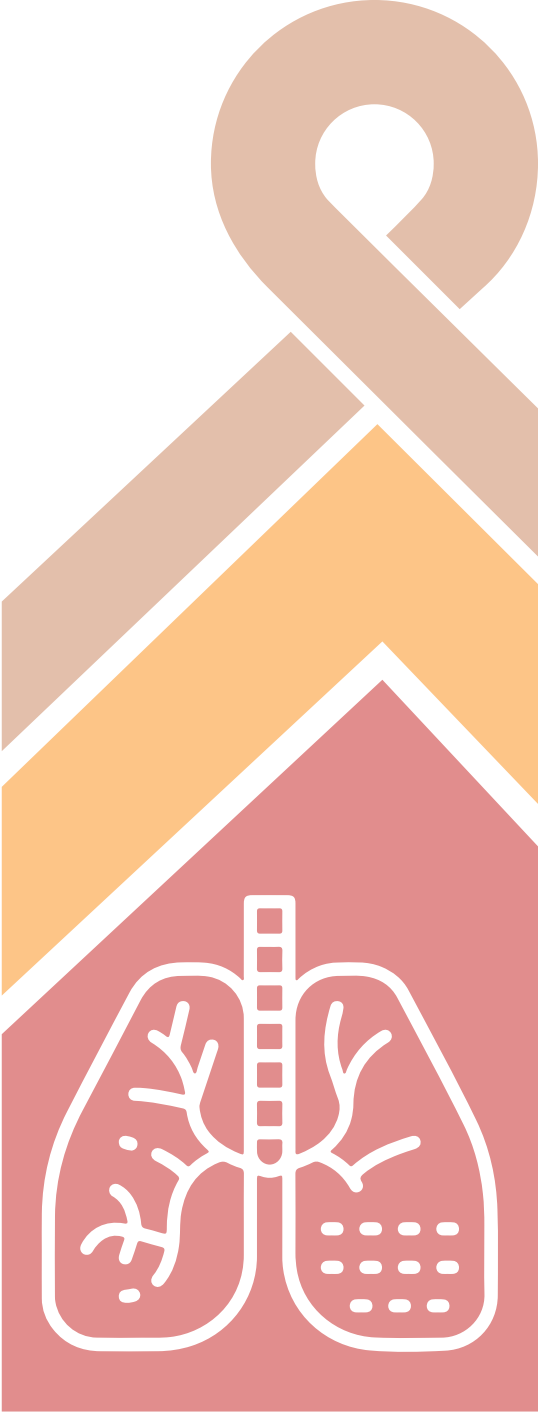

রোগীর যখন ফিডিং পাইপ লাগানোর প্রয়োজন হয়

বিশেষ করে যখন মুখ বা খাদ্যনালীর ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর তরল খাবার খাওয়াও সমস্যা হয়, অর্থাৎ তেমন পরিস্থিতিতেও থাকেন না তখন কোনও সার্জনকে দিয়ে বা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফিডিং পাইপ বা রাইলস্ টিউব লাগিয়ে খাবার রোগীর পেটে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেন্টারের পোষক শক্তির ওষুধও তখন জলে গুলে ঐ পাইপ বা নল দিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

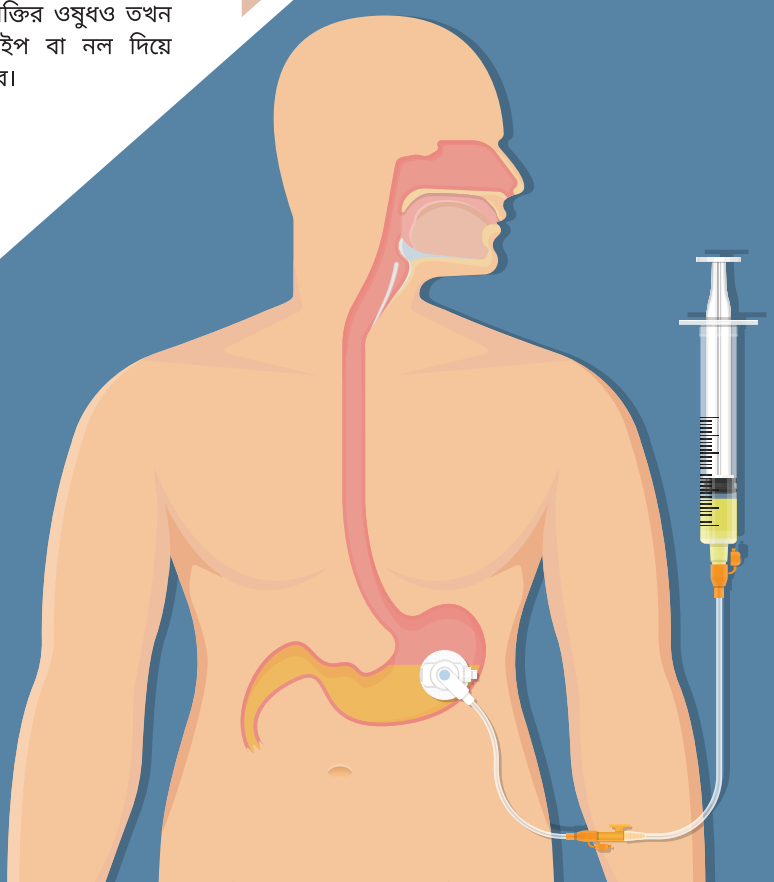

যখন রোগীর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসের সমস্যা হয়

- লিভার, গল ব্লাডার প্যাংক্রিয়াজ, সিবিডি ইত্যাদি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রায়শ রোগীর জন্ডিস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।এমনটা হয় অবস্ট্রাকশনের কারণে। সে ক্ষেত্রে জন্ডিসের বাড়াবাড়ি হলে কোনও হাসপাতালে বাইপাস সার্জারির দ্বারা একটা টিউব লাগিয়ে পিত্ত বাইরে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অথবা লিভারে স্টেন্ট লাগিয়ে অবরুদ্ধ পিত্ত নালীকে পরিষ্কার করা হয় এবং জন্ডিসের লক্ষণ দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে জন্ডিস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
- লিভার ক্যান্সারের রোগীদের শরীরের তাপমাত্রা দুপুরের থেকে মধ্য রাত্রের দিকে বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে জ্বর 100 ডিগ্রির উপরে গেলে জ্বরের কোনও ওষুধ সেবন করানো দরকার। আবার জ্বর যখন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে তখন রোগী শরীরের তাপমাত্রা সংক্রান্ত সমস্যা ও জন্ডিস থেকেও স্বস্তি পায় যায়।

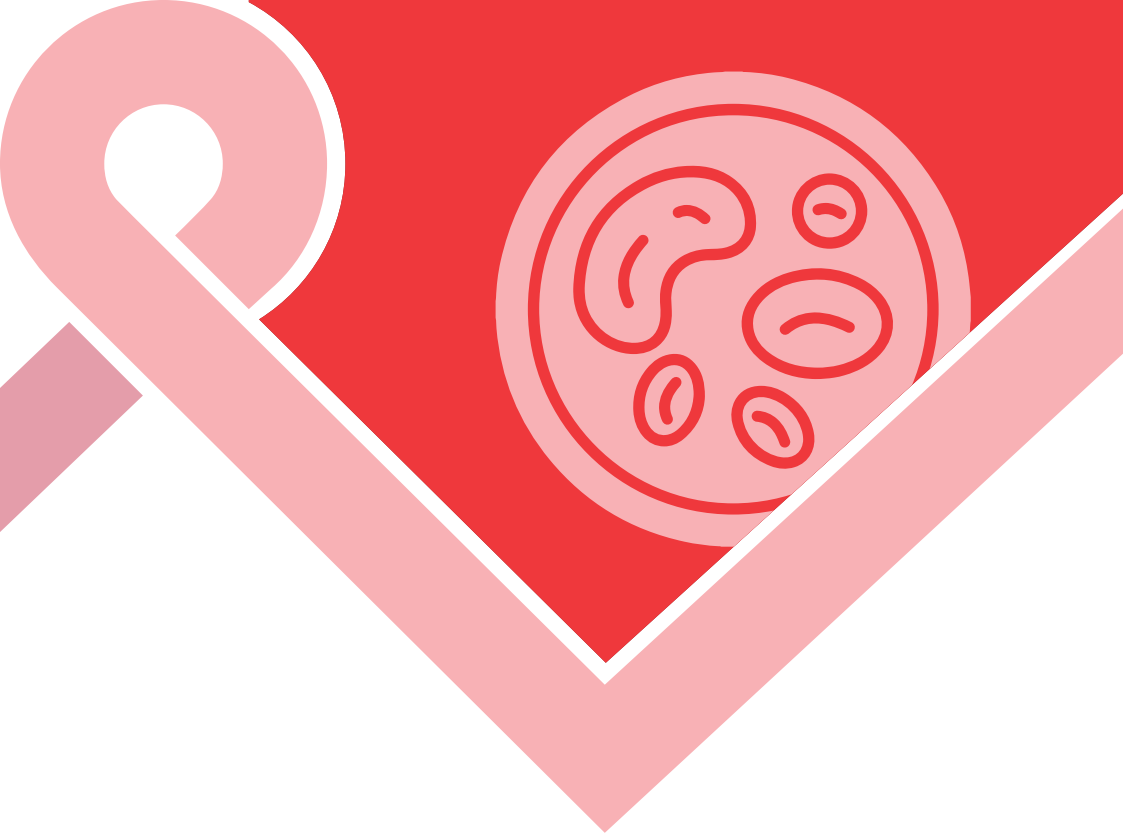

যখন রক্ত ক্যান্সারের রোগীর জরুরি সমস্যা তৈরি হয়

- রক্ত ক্যান্সারের রোগীদের প্রায়শ শরীরে ব্যথা, ফোলা, মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা ইত্যাদি সমস্যা হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় কাল বিলম্ব না করে নিকটবর্তী কোনও হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া দরকার।
- এ.এম এল . (AML) ও এ . এল . এল . (ALL) ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের হঠাৎ করেই নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এ ধরনের রোগীদের কোনও ভালো হাসপাতালের কাছাকাছি রাখা দরকার । যাতে রোগীর কোনও জরুরি সমস্যা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ আপাত সমাধানের জন্য সেই হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া যায় । সেন্টারের পোষক শক্তির চিকিৎসা চলাকালীনও রোগীর ব্লাড কাউন্ট যথাযথ মাত্রায় রাখার জন্য কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া দরকার
- সিএল এল (CLL) ও সিএম এল (CML) রোগীদের সেন্টারের চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীর ব্লাড কাউন্ট সঠিক মাত্রায় রাখার জন্য প্রয়োজনে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্য নেবেন। যখন ডব্লু বি সি (WBC) কাউন্ট 60 হাজারেরও উপরে ছাপিয়ে যেতে থাকে তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে কাউন্ট কম করার জন্য কোনও এলো প্যাথি ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ব্লাড কাউন্ট যখন 20 হাজারের নীচে নেমে আসবে তখন ঐ এলোপ্যাথি ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেবেন। এই পদ্ধতি মেনে চললে পরবর্তী সময়ে রোগীর এলো প্যাথি ওষুধের উপর নির্ভরতাও কমতে থাকবে।

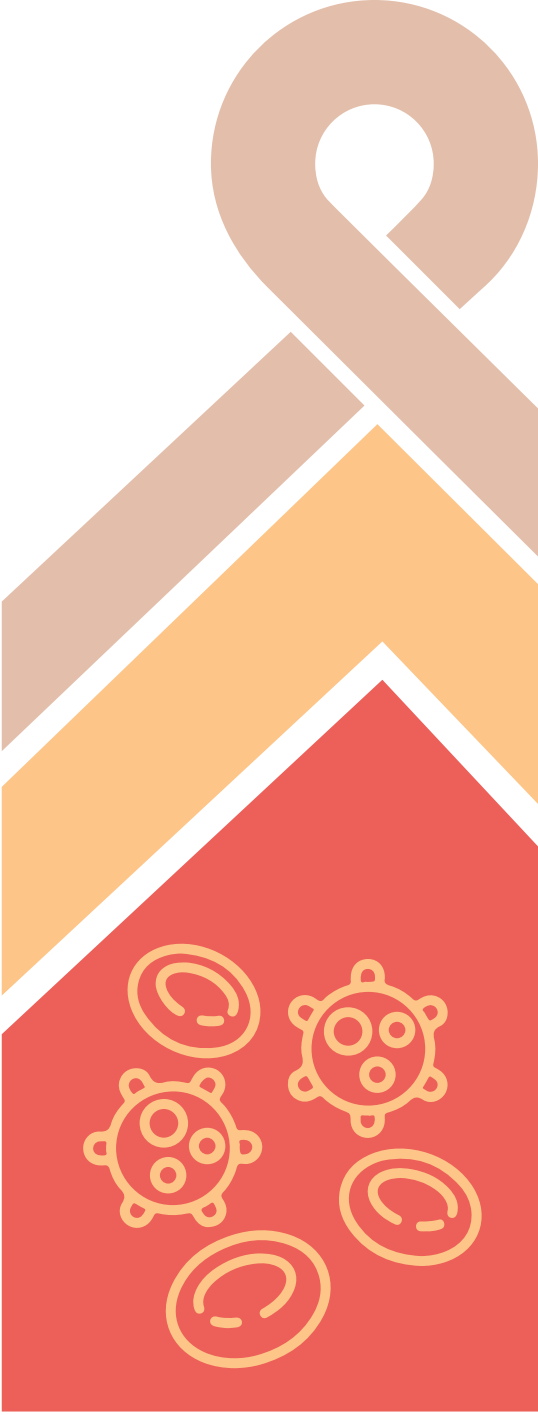

হজকিন্স বা নন হজকিন্স রোগীদের শরীরে সাধারণত গোটা বা নোডস হতে দেখা যায় ।

এমতাবস্থায় পোষক শক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি কোনো ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বা হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ।

ব্রেন ক্যান্সার রোগীদের জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে

ব্রেন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের প্রায়শ বমি, স্মৃতি ভ্রংশ ও শরীরের নিম্নাংশ অসাড় হয়ে যেতে দেখা যায়। এ ধরনের সমস্যার সাধারণত কোনও সমাধান হয় না। তবু এধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে রোগীকে কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্বাবধানে রাখা প্রয়োজন।

প্রস্টেট , সারকোমা (হাড় বা অস্থি) মাল্টিপল মাইলোমা ও অস্থি ক্যান্সারে গ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে

অস্থি বা হাড়ের ক্যান্সারের রোগীদের মানসিক উদ্বেগ তথা শারীরিক পরিশ্রম থেকে নিরাপদে থাকা দরকার। তাদের বেশি হাঁটা চলা করা বা বেশি পরিশ্রম করা ঠিক নয়। খুব প্রয়োজন না হলে এ ধরনের রোগীদের ব্যথার ওষুধ দেবেন না।জোরে মালিশ বা ম্যাসাজও করবেন না।

প্রস্টেট কিডনি , ইউরেনারি ব্লাডারের ক্যান্সার

- রোগীদের প্রায়শ প্রস্রাব আটকানো, প্রস্রাবে রক্ত পড়া, জ্বালা বোধ হওয়া ইত্যাদি সমস্যা হতে দেখা যায়। এ হেন পরিস্থিতিতে কোনো দক্ষ চিকিৎসক বা হাসপাতালের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।
- এ ধরনের রোগীদের পোষক শক্তির চিকিৎসা চলা কালীনও কখনো কখনো প্রস্রাবের সমস্যা হতে দেখা যায় । এ ক্ষেত্রেও রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখানো দরকার।

আপনাদের মন্তব্য এবং পরামর্শ আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনার মতামতকে আমরা সব সময় স্বাগত জানাই

এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য হল ক্যান্সার রোগীদের এবং তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা, যাতে তারা তাদের চিকিৎসার সময় কার্যকরভাবে ডি. এস. রিসার্চ সেন্টারে সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। আমরা, যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের সাহায্য করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ, তারা রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে থাকুক বা অ্যাডভান্সড পর্যায়ে ।

আমরা আমাদের রোগীদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আশা করি এই পুস্তিকাটি আপনাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের পরিষেবা উন্নত করতে সাহায্য করবে।

রোগীর বিষয়ে আপনার মনে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাস্য থাকলে চিঠি দিয়ে অথবা ই-মেল করে আমাদের জানাতে পারেন। আপনার মতামত নিয়মিত অবশ্যই সেন্টারকে জানাবেন। এতে আমরাও যেমন উৎসাহিত হব। তেমনি আমাদের কাজের গতিও বাড়বে। আমাদের উদ্দেশ্যই হল আরও আরও বেশি ক্যান্সার রোগীর পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সহায়তা করে ও স্বভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা ।

ক্যান্সারের ব্যাপারে এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদ সম্মত পোষক শক্তি চিকিৎসা সম্পর্কের আরো জানতে 813059 4141 নম্বরে ফোন করে সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন অথবা **info@dsresearchcentre.org** এই ID তে মেইল করবেন ।

আমরা সব সময় আপনার পাশে আছি।

“আসল কথা হল, ক্যান্সারে আক্রান্ত মানুষই শুধু ক্যান্সারে ভোগন না, এ রোগের আতঙ্ক মনের মধ্যে পুষে রেখে পুরো মানব সমাজই আজ কালাতিপাত করছেন। এই কাল রোগের আতঙ্কের ছায়া যেন মানুষের জীবনের গুনবত্ত্বায় একটা স্থায়ী শিহরণ তৈরি করে দিয়েছে। তাই প্রতিটি সচেতন মানুষের জীবনে ক্যান্সার একটা গুরুত্ব পূর্ণ ও অমীমাংসিত প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে উঠেছে পুরো সমাজই যেন আজ এই আতঙ্কের শিকার হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে তা সচেতন মানুষের জীবন বোধ কেও প্রত্যক্ষ ভাবে বিঘ্নিত করছে। সুখের কথা, সেন্টারের " ক্যান্সার পরাজিত আজ" পুস্তকটি অবশ্যই একদিন অকাট্য প্রমাণ নিয়ে মানুষের সামনে আসবে এবং বার্তা দেবে মানবীয় ভোজ্য পদার্থের পোষক শক্তির চিকিৎসায় ক্যান্সারের মতো রোগেরও সফল চিকিৎসা সম্ভব। অর্থাৎ "ক্যান্সার মানেই মৃত্যু নয়" তাকেও পরাস্ত করা সম্ভব। একই সঙ্গে এই চিকিৎসার অর্থাৎ পোষক শক্তির পরিকল্পিত ব্যবহারের মধ্যে এ রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিষেধক হয়ে ওঠারও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। পরিণামত ক্যান্সারের আতঙ্কের কালো মেঘও আশা করা যায় একদিন সমাজের ঘাড় থেকে অবশ্যই নেমে যাবে। মানুষের মনে আবার ফিরে আসবে স্বস্তি ও ইতিবাচক ভাবনা। প্রত্যেক বিঞ্জানই বলবে মানুষের অস্তিত্বের চিন্তার বোঝা তার ঘাড় থেকে নামানোই হল জীবনের সামাজিক গুণবত্তার সরাসরি বিকাশ ও উন্নয়ন।”

-প্র . শিবা শঙ্কর ত্রিবেদি

(প্রতিষ্ঠাতা গবেষক , ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার)

ক্যান্সার পরাজিত আজ শীর্ষক পুস্তক থেকে সংগ্রহীত।

D.S. Research Centre
LET US SAVE OUR WORLD FROM CANCER
An "ISO 9001:2015" Organization

+91 81305 94141
info@dsresearchcentre.org

Follow us on:

Bengaluru | Guwahati | Hyderabad | Kolkata | Mumbai | Varanasi

Disclaimer: The information provided in this booklet is for educational purposes only and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified healthcare provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read in this booklet.